যুগান্তর

তারিখ ... 27 JUN 2016
পৃষ্ঠা ... ১৮ ... কলাম ... ৩

পুঠিয়ায় প্রশংসাপত্র প্রদানে অর্থ বাণিজ্যের অভিযোগ

পুঠিয়া (রাজশাহী) প্রতিনিধি

পুঠিয়ায় টাকা ছাড়া এসএসসির প্রশংসাপত্র ও নম্বরপত্র দেয়া হচ্ছে না বলে শিক্ষার্থীর অভিভাবকরা অভিযোগ তুলেছেন। এদের মধ্যে কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্কুল উন্নয়নের নামে তিনশ' থেকে পাঁচশ' টাকা পর্যন্ত আদায় করা হচ্ছে। যার বেশির ভাগ অর্থ স্কুল প্রধান শিক্ষকরা আত্মসাৎ করছেন বলে জানা গেছে। উপজেলা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফ্তর অফিস সূত্রে জানা যায়, চলতি বছর উপজেলার ৩৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১৪টি দাখিল মাদ্রাসা রয়েছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ বছর সর্বমোট দুই হাজার পাঁচশ' ৩১ জন শিক্ষার্থী এসএসসি ও সমমান অংশ গ্রহণ করে। এদের মধ্যে দুই হাজার ২৫৬ জন উত্তীর্ণ হয়। অনুসন্ধানে জানা গেছে, উপজেলা সদরে অবস্থিত কয়েকটি স্কুলের শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশংসাপত্র ও নম্বরপত্র দেয়ার নামে জোরপূর্বক তিনশ' টাকা থেকে পাঁচশ' টাকা পর্যন্ত আদায় করছে। এদের মধ্যে পুঠিয়া মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে আদায় করা হচ্ছে পাঁচশ' টাকা, পুঠিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে চারশ' টাকা, পুঠিয়া পিএন উচ্চ বিদ্যালয়ে তিনশ' টাকা, আল ইনসানিয়া হাইস্কুলে তিনশ' টাকা। এসব স্কুলগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশংসাপত্র ও নম্বরপত্র দেয়ার নামে অর্থ আদায়ের বিষয়টি দেখে ইউনিয়ন পর্যায়ের স্কুলগুলোতেও যার যার মতো করে অর্থ আদায় করছে। এদিকে বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে একাধিক শিক্ষকরা বলেন, এই স্কুলে কোনো প্রকার রশিদ ছাড়াই প্রধান শিক্ষক তার ইচ্ছামতো অর্থ আদায় করছেন। এছাড়া তিনি স্কুলের কোনো উন্নয়ন না করেই আত্মসাৎ করছেন। তবে স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবদুস সাত্তারকে অর্থ আদায়ের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ভুক্তভোগী অভিভাবকরা বলেন, স্কুলের শিক্ষকরা শুধু এসএসসির পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে ফরমফিলাপে অতিরিক্ত টাকা আদায়, প্রবেশপত্র গ্রহণ করার সময় টাকা, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রশংসাপত্র ও নম্বরপত্র দেয়ার নামে অবৈধভাবে টাকা আদায় করছে। পুঠিয়া মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ গোলাম ফারুক বলেন, প্রশংসাপত্র ও নম্বরপত্র দেয়ার সময় ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পাঁচশ' টাকা চেয়েছি। কিন্তু তারা কেউ দুইশ' তিনশ' টাকা দিচ্ছে। তিনি আরও বলেন, ওই শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে বিগত দিনে কোনো টাকা নেয়া হয়নি।